



77430 - সাহু সজিদার স্থান এবং এতে কী পড়তে হয়?

প্রশ্ন

আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই সাহু সজিদা কভিবে দিতে হয়; যদি নামাযে কোন কিছু কম বা বেশী করে ফলো হয়? যদি সালাম ফরোনোর পর সাহু সজিদা দেওয়া হয় তাহলে কি মুসল্লী পুনরায় তাশাহুদ পড়বেন; নাকি নয়?

সাহু সজিদাতে কি 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' তনিবার পড়বে? নাকি সাহু সজিদায় পড়ার মত অন্যান্য যিকরি আছে?

মুসল্লী যদি প্রথম তাশাহুদ ভুলে যায় তাহলে কিতার উপর সাহু সজিদা দেয়া ওয়াজবি; নাকি ওয়াজবি নয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

সাহু সজিদার স্থান কোনটি; সটো কি সালামরে আগে; নাকি পরে— এ নিয়ে আলমেদের মাঝে বিশদ মতভেদ আছে। তাদের মতগুলোর মাঝে বেশী শক্তিশালী মত হলো: নামাযে ভুলবশতঃ বৃদ্ধি করলে সালামরে পর সজিদা দিতে হবে। আর কমতি করলে সালামরে আগে সজিদা দিতে হবে। আর কোন সন্দেহের কারণে হলে সটো একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ: দুটো সম্ভাবনার কোনো একটা যদি প্রাধান্য না পায় তাহলে সবে সালামরে আগে সজিদা দিবে। ইতঃপূর্বে 12527 নং প্রশ্নের উত্তরে এটা উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই:

'ফাতাওয়া আল-লাজনা আদ-দাইমা' (৭/৮)-তে আছে:

“আলমেদের দুই মতের মাঝে বিশুদ্ধ মত অনুসারে নামাযের প্রথম বঠেকরে তাশাহুদ একটা ওয়াজবি। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা করতেন এবং তিনি বলছেন: “তোমরা আমাকে যত্নে সালাত আদায় করতে দেখেছ সত্নে সালাত আদায় কর।” এবং যত্নে তিনি এটা ছেড়ে দেওয়ার প্রকৃতিতে সাহু সজিদা দিচ্ছেলিনে। সুতরাং কটে ইচ্ছাকৃত প্রথম বঠেক ছাড়লে তার নামায বাতলি হয়ে যাবে। আর ভুল করে ছেড়ে দিলে ক্ষতপূরণ হিসেবে সালামরে আগে সাহু সজিদা দিবে।”[সমাপ্ত]

তনি:



সাহু সজিদার পর পুনরায় তাশাহুদ পড়ার বধিান নহে; হোক সেই সজিদা সালামরে আগতে দয়ো হোক কথ্বা পরে। ইতপূর্ববে নং 7895 প্রশ্ননোত্তরে বধিয়টি বসিতারতি উল্লখে করা হয়ছে।

চার:

নামায়রে সজিদার মতৌই সাহু সজিদা আদায় করতে হয়। মুসল্লী নামায়রে মত করহে সাতটা হাড়রে উপর সাহু সজিদা আদায় করবে। ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আ‘লা’ এই পরচিতি যকিরি পড়বে। দুই সজিদার মঝে ‘রাব্বগিফরিলি, রাব্বগিফরিলি’ পড়বে। সাহু সজিদার জন্য সুনরিদষ্টি কোনো যকিরি নহে। আলমেরা এটাই সদিধান্ত দনে।

মারদাওয়ী তার ‘আল-ইনসাফ’ (২/১৫৯) বইয়ে বলনে:

“সাহু সজিদায় যা পড়া হবে এবং এর থেকে ওঠার পর যা পড়া হবে সবই নামায়রে সজিদার মত।”[সমাপ্ত]

রামলী তার ‘নহিয়াতুল মুহতাজ’ (২/৮৮) বইয়ে বলনে:

“দুই সাহু সজিদার ধরন নামায়রে সজিদার মতই; এর ওয়াজবি ও মুস্তাহাবগুলোর ক্ষত্রে। যমেন: মাটতি কপাল রাখা, স্থরি হওয়া, ইফতরাশ করা (দুই সজিদার মাঝখানে পায়রে উপর নতিম্ব রেখে বসা।)”[সংক্ষপে সমাপ্ত]

কছু ফকীহ মনে করনে সাহু সজিদাতে **سُبْحَانَ مَنْ لَا يَسْهُوُ وَلَا يَنَامُ** (সুবহানা মান লা ইয়াসহু ওয়া-লা ইয়ানামু) পড়া মুস্তাহাব। কন্তিু এর পক্ষে কোনো দলীল নহে। সুতরাং নামায়রে সজিদায় যা পড়া হয় তাতে সীমতি থাকায় শরয়ি বধিান; এছাড়া অন্য কোন যকিরি ব্য়ক্তি অভ্যস্ত হবে না।

এ সংক্রান্ত আলমেদরে অন্যান্য মতগুলো ইতপূর্ববে 39399 নং প্রশ্ননোত্তরে উল্লখে করা হয়ছে।

আল্লাহ সর্বজ্ঞ।